ইত্তেফাক   ০৫ ৩৪৯   তারিখ ৭।৩।৮১

পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর আইন ও বিতর্কিত ব্যবস্থা বাতিল

প্রাথমিক শিক্ষক সরকারী কর্মচারীই থাকিবেনঃ নয়া অর্ডিন্যান্স জারি

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন-দিনে তিনদফায় চৌদ্দঘণ্টা বৈঠকের পর গতকাল (শুক্রবার) বিকাল সাড়ে ৫টায় আপোষ মীমাংসার একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষক ধর্মঘট ও ব্যাপক আন্দোলনের ৭১তম দিবসে সরকার শিক্ষকদের অধিকাংশ দাবী মানিয়া নিয়া পৌর কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর আইন ও গত মাসের অধ্যাদেশ বাতিল করিয়া নূতন পূর্ণাঙ্গ অধ্যাদেশ জারি করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত নয়া অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষকরা নিয়োগ, বদলী, প্রশাসনিক দিক দিয়া পূর্ণাঙ্গ সরকারী কর্মচারী হিসাবেই গণ্য হইবেন, পৌর কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সরকারের হাতে ফিরিয়া আসিবে।

তবে শিক্ষক সমিতি গতরাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত আন্দোলন ও ১০ই মার্চের হরতালের কর্মসূচী প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন নাই। আজ (শনিবার) বিকাল ৪টায় শিক্ষক সমিতি সভাপতি স্বীয় বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। গতরাতেই বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ ও সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আজ আরেক দফা বৈঠক হইবে।

চুক্তি অনুযায়ী সরকার ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের নিকট প্রাথমিক বিদ্যালয় হস্তান্তর সম্পর্কিত আইন এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

নয়া অর্ডিন্যান্স জারি

(১ম পৃঃ পর)

জারিকৃত প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৮১ বাতিল করিয়া শিক্ষকদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরে নূতন ও পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ/১৯৮১ (১৯৮১ সনের ২ নম্বর অধ্যাদেশ) জারি করিয়াছেন। ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল :

"১। সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হইবেন ইহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

"২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারিগণ সরকারী কর্মচারী শৃংখলা ও আপীল বিধির আওতাভুক্ত হইবেন।

(অসমাপ্ত)